দৈনিক
ইনকিলাব

9 FEB 2015

ড. এমাজউদ্দীনের বাসায় গুলি

ইউট্যাব ও ঢাবি শিক্ষকদের উদ্বেগ-নিন্দা

স্টাফ রিপোর্টার

বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহমেদের বাসায় গুলি করার প্রতিবাদে তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা জানিয়েছে 'ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ' (ইউট্যাব) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা।

গতকাল (রোববার) দুটি পৃথক বিবৃতিতে ইউট্যাব ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাদা দলের শিক্ষকরা ড. এমাজউদ্দিন আহমাদের বাসায় দুষ্কৃতকারীদের গুলিবর্ষণের ন্যক্কারজনক ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ ও তীব্র নিন্দা জানান। ইউট্যাবের এক পৃঃ ১৫ কঃ ৩

ইউট্যাব ও ঢাবি শিক্ষকদের

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

বিবৃতিতে শিক্ষকরা বলেন, দেশের খ্যাতমান বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক ড. এমাজউদ্দীন আহমেদকে হত্যা চেষ্টায় দেশের শিক্ষক সমাজসহ সাধারণ জনগণ আজ মারাত্মক নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। আমরা দুর্বৃত্তদের এহেন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানাই এবং অনতিবিলম্বে প্রকৃত দোষী ব্যক্তিদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জোর দাবি জানাচ্ছি। আমরা কার্যকর ও ফলপ্রসূ ব্যবস্থার মাধ্যমে অনতিবিলম্বে সকল দলের সাথে সমঝোতায় পৌঁছে সকল দলের অংশগ্রহণে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করে দেশ ও জাতিকে মহাবিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আমরা সরকারের নিকট জোর দাবি জানাচ্ছি। বিবৃতিদাতাদের মধ্যে রয়েছেন, ইউট্যাবের সভাপতি প্রফেসর ড. আ ফ ম ইউসুফ হায়দার এবং মহাসচিব প্রফেসর তাহমিনা আখতার, প্রফেসর ড. আব্দুল আজিজ, প্রফেসর এম ফরিদ আহমেদ, প্রফেসর ড. মোর্শেদ হাসান খান, প্রফেসর ড. গোলাম রব্বানী, প্রফেসর ড. মাহফুজুল হক, প্রফেসর ড. এবিএম ওবায়দুল ইসলাম, প্রফেসর ড. আ. ন.ম. মুনীর আহমদ চৌধুরী, প্রফেসর ড. সিদ্দিক আহমদ চৌধুরী (চবি), প্রফেসর ড. এম.এ. বারি মিয়া, প্রফেসর নজরুল ইসলাম, প্রফেসর কে এম শাহাদাত (রাবি), প্রফেসর ড. শামসুল আলম সেলিম (জাবি), প্রফেসর ড. সাব্বির মোস্তফা খান (বুয়েট), ডা. সাইফুল ইসলাম (বিএসএমএমইউ), ড. গোলাম আরিফ কেনেডি (বাকৃবি), আফম আরিফুর রহমান (নোবিপ্রবি), প্রফেসর ড. হারুন অর রশীদ (খুবিপ্রবি), বেলাল হোসেন (কুবি), ড. মো. মিজানুর রহমান (কবি নজ.বি) প্রমুখ।

অপর এক বিবৃতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাদা দলের শিক্ষকরা বলেন, প্রফেসর ড. এমাজউদ্দিন আহমদ একজন কৃতী শিক্ষক ও গুণী রাষ্ট্রনীতিবিদ। দেশের যে কোনো সংকটময় পরিস্থিতিতে তিনি সোচ্চার হন এবং অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে কথা বলেন। বাংলাদেশে বর্তমান রাজনৈতিক সংকট নিরসনেও তিনি নানাভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন। সংকট নিরসনে উদ্যোগী হওয়ার জন্য সম্প্রতি তিনি জাতিসংঘ মহাসচিব বানকি মুনের কাছে চিঠি লিখেছেন। আর এসব কারণেই সম্ভবত তাকে নানাভাবে হয়রানি করা হচ্ছে। কয়েকদিন আগে হত্যাকাণ্ড, অগ্নিসংযোগ ও গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগে পুলিশের দায়ের করা একটি মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সাথে তাকেও আসামি করা হয়। প্রফেসর ড. এমাজউদ্দিন আহমাদের বিরুদ্ধে করা মামলা প্রত্যাহার এবং তার বাসায় গুলি বর্ষণকারী দুষ্কৃতকারীদের অবিলম্বে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষকরা সরকারের কাছে জোর দাবি জানান।

বিবৃতিদাতা শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন, সাদা দলের যুগ্ম-আহ্বায়ক প্রফেসর ড. মো. আমিনুর রহমান মজুমদার, যুগ্ম আহ্বায়ক প্রফেসর ড. মো. সিরাজুল ইসলাম, প্রফেসর ড. আ ফ ম ইউসুফ হায়দার, প্রফেসর সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ, প্রফেসর ড. তাজমেরী এস এ ইসলাম, প্রফেসর ড. মো. আখতার হোসেন খান, প্রফেসর ড. মো. আনোয়ারুল ইসলাম, প্রফেসর ড. লায়লা নূর ইসলাম, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান, প্রফেসর ড. ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী, প্রফেসর ড. এ বিএম ওবায়দুল ইসলাম, প্রফেসর ড. দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীন, প্রফেসর আ কা ফিরোজ আহমদ, অধ্যাপক ড. শামসুদ্দিন আহমদ, প্রফেসর ড. আবুল হাসনাত, প্রফেসর লুৎফুর রহমান, প্রফেসর হোসনে আরা বেগম, প্রফেসর ড. আবদুর রশিদ, প্রফেসর ড. মামুন আহমেদ, প্রফেসর ড. মোর্শেদ হাসান খান প্রমুখ।